যুগান্তর

তারিখ ... 4 JUN 2010 ...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...৬.....

এমপিওভুক্তি : ফের অসন্তোষ

মুসতাক আহমদ

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি নিয়ে ফের অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। এ নিয়ে সৃষ্ট জট আর খুলছে না। জটিলতা দিন দিন বাড়ছেই। তিনদিন আগে শিক্ষা উপদেষ্টার প্রণীত তালিকা নিয়ে সংসদ সদস্যদের মধ্যে ধূমায়িত হচ্ছে অসন্তোষ। প্রধানমন্ত্রীর কাছে 'নালিশ' এবং শিক্ষামন্ত্রীর কাছে 'অভিযোগ' পত্র দাখিলের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে অসন্তোষ। ছিও (চাহিদাপত্র) দিয়ে এমপিও না পাওয়া সংসদ সদস্যরা বুধবার রাতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে নালিশ করেন। এছাড়া শিক্ষামন্ত্রীর কাছেও তাদের অভিযোগ দেয়া অব্যাহত রয়েছে। এর মধ্যে কেবল বৃহস্পতিবার একদিনই শিক্ষামন্ত্রীর কাছে শতাধিক এমপি সাক্ষাৎ করে অভিযোগপত্র দিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্র নিশ্চিত করেছে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তিনদিন আগে প্রকাশিত এমপিও তালিকা ফের সংশোধনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রণালয়। নতুন পূর্ণাঙ্গ তালিকা ফের প্রকাশ না করা পর্যন্ত এই তালিকাও স্থগিত থাকবে। এবারও এমপিদের অভিযোগের ভিত্তিতে কিছু প্রতিষ্ঠান তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারে। আর অন্তর্ভুক্তও হবে তাদেরই সুপারিশ অনুযায়ী। আগামী সপ্তাহে সংশোধিত তালিকা প্রকাশ করা হবে বলে ওই সূত্রে জানা গেছে। এদিকে ৩১ মে শিক্ষা উপদেষ্টার প্রকাশিত এমপিও তালিকায় ৯ জন মন্ত্রী, ৪৭ জন এমপিসহ

> একদিনেই শিক্ষামন্ত্রীর কাছে শতাধিক এমপির অভিযোগপত্র

অসন্তোষ : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

অসন্তোষ : এমপিওভুক্তি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান, অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান, আমাদের সময় সম্পাদক নাঈমুল ইসলাম খান এবং রবি নির্বাহীদ্বয় গুণের প্রতিষ্ঠান বাতিল হয়েছে।

গত ৩১ মে শিক্ষা উপদেষ্টা প্রণীত এমপিও তালিকা প্রকাশ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ওই তালিকায় সর্বমোট ১ হাজার ৪৮৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থান পায়। উপদেষ্টা যে তালিকা শিক্ষামন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করেছেন, মন্ত্রণালয় তাই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করে। কিন্তু ওই তালিকা প্রকাশের পর আগের তালিকার মতোই বঞ্চিত এমপিরা ক্ষুব্ধ হন। পরের দিন ১ জুন ভজনখানেক এমপি শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রকাশিত তালিকার ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে ছিও দেয়া প্রতিষ্ঠান তালিকায় স্থান না পাওয়া এবং ভিন্নমতের বিশেষ করে বিএনপি-জামায়াতপন্থী ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হওয়ার অভিযোগ করেন তারা। বুধবার রাতে সংসদে এমপিরা এই একই অভিযোগ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে। সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রী তখনই শিক্ষামন্ত্রীকে ডেকে তালিকা ঠিক করে বৃহস্পতিবারের মধ্যে প্রকাশের নির্দেশ দেন। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশনার পর এমপিরা বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে রীতিমতো লাইন ধরেন। ওইদিন শতাধিক এমপি মন্ত্রীর দফতরে সাক্ষাৎ করেন। সারাদিন একপ্রকার দাঁড়িয়ে থেকে তিনি এমপিদের কথা শোনেন ও তাদের অভিযোগপত্র গ্রহণ করেন। সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দেড় শতাধিক এমপির অভিযোগ জমা পড়েছে।

এদিকে উপদেষ্টা তালিকা জমা দেয়ার পর থেকেই তা মন্ত্রণালয়ে যাচাই-বাছাই শুরু হয়। আগের তালিকা থেকে কতটি প্রতিষ্ঠান বাদ দেয়া হয়েছে, নতুন কয়টি এসেছে কিংবা তালিকা প্রণয়নে কোন নীতি অনুসরণ করা হয়েছে, যা বাদ গেছে তা কেন বাদ পড়ল, এমপিদের ছিও দেয়ার প্রতিষ্ঠান কেন তালিকাভুক্ত হল না ইত্যাদি খতিয়ে দেখা হয়। নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, উপদেষ্টার তালিকায় আগের তালিকার ১০৯টি বাদ পড়েছে। আর নতুন অন্তর্ভুক্ত হয় ৬শ' প্রতিষ্ঠান। যদিও উপদেষ্টা বলেছিলেন, বাদ গেছে ৯৮টি আর নতুন যুক্ত হয়েছে ৪৬১টি।

কপাল খুলছে বাদপড়া প্রতিষ্ঠানের : মন্ত্রণালয়ের মূল্যায়ন অনুযায়ী উপদেষ্টার প্রণীত তালিকা থেকে যে ১০৯টি বাদ পড়েছে তার মধ্যে ২১টি নিম্নমাধ্যমিক, ৯টি মাধ্যমিক, ১টি স্কুল ও কলেজ, ২টি উচ্চ মাধ্যমিক, ৩টি ডিগ্রি কলেজ, ১৮টি দাখিল মাদ্রাসা, ৪টি আলিম মাদ্রাসা, ১টি ফাজিল মাদ্রাসা, ২৭টি এসএসসি ভোকেশনাল ও ৫৩টি এইচএসসি বিএম কলেজ। মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১০/১২টি বাদে বাকি প্রতিষ্ঠানগুলো ফের তালিকাভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের মূল্যায়ন : মন্ত্রণালয়ের মূল্যায়ন অনুযায়ী উপদেষ্টার তালিকায় যেসব প্রতিষ্ঠান বাদ পড়েছে সেগুলো এমপিও নির্দেশিকা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের দিকনির্দেশনা ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণপূর্বক যথানিয়মে নির্বাচিত হয়েছিল। এর সবক'টি প্রাপ্যতার সব শর্ত পূরণকারী। বাদ দেয়া কারিগরি ও মাদ্রাসার অনেকগুলো আবার উপজেলার মধ্যে সব শর্ত পূরণকারী একমাত্র যোগ্য প্রতিষ্ঠান। কতগুলো আবার উপজেলার যোগ্যতম প্রতিষ্ঠান। এ দু'ধরনের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৫৬।

যাদের প্রতিষ্ঠান বাদ পড়েছে : মন্ত্রণালয়ের মূল্যায়ন রিপোর্টে দেখা যায়, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত আসা অভিযোগ অনুযায়ী ৯ জন মন্ত্রী ও ৪৭ জন এমপির প্রতিষ্ঠান বাদ পড়েছে। মন্ত্রীদের মধ্যে রয়েছেন বেগম মতিয়া চৌধুরী, ডেপুটি স্পিকার শওকত আলী, এনার ভাইস মার্শাল (অব.) একে খন্দকার, ডা. আফসারুল আমিন, ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন, অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান, জাহাঙ্গীর কবীর নানক, মোতাহার হোসেন ও শামসুল হক টুকু। পানিসম্পদ মন্ত্রী রমেশ চন্দ্র সীল তার এক পত্রে বলেছেন, তার ছিও অনুযায়ী কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এমপিও পেয়েছে। কিন্তু ছিও'র বাইরেও অনেক প্রতিষ্ঠান এতে স্থান পেয়েছে। তিনি ওইগুলো বাতিলের সুপারিশ করেন।

এমপিদের মধ্যে রয়েছেন আবদুল জলিল, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, নুরুল মজিদ হুমায়ুন, আলী আসগর টগর, খাদিজা খাতুন পেয়ারী, অ্যাডভোকেট আবদুল মজিদ খান, অ্যাডভোকেট জহির খান, ইমরান আহমেদ, তাজুল ইসলাম, মুস্তাক আহমেদ, শেখ আলীম উদ্দিন, মোল্লা জালালউদ্দিন, আহাদ আলী সরকার, সৈয়দ মহসিন আলী, গোলাম সরুর, ফজলুল আজিম, ফরিদুল হক খান, খন্দকার আবদুল বাতেন, মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদ, আফাজউদ্দিন আহমেদ, বেগম সুলতানা তরুণ, কেএইচ রশিদুজ্জামান, এইচএম গোলাম রেজা, মেরাজউদ্দিন মোল্লা, তানভীর শাকিল জয়, গোলাম ফারুক খন্দকার প্রিন্স, এম ইদ্রিস আলী, একেএম আবদুল আউয়াল, মির্জা আজম, মোঃ আবুল কাসেম, মনিরুল ইসলাম, গোলাম মাওলা রনি, শাহজাহান মিয়া, একেএম আনোয়ারুল হক, মোস্তাক আহমেদ রুবি, শেখ হেলাল, শেখ আবদুল ওয়াহ, নবী গোপাল মণ্ডল, এম হুকার, হাফাজ উদ্দিন আহমেদ, অধ্যক্ষ খাদিজা খাতুন, জাকির হোসেন, অ্যাডভোকেট মেরাজউদ্দিন ভূঁইয়া, শফিকুল ইসলাম, রাশেদ খান মেনন ও পেয়ারী মমতাজ।

যে কারণে এই টানাটানি : বারবার এমপিও তালিকা প্রণয়ন আর এ নিয়ে অসন্তোষ সৃষ্টির মূল কারণ হচ্ছে ৭ বছরের জট। সর্বশেষ সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া ২০০৪ সালের পর বেসরকারি কোন প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়নি। এই ৭ বছরে এমপিওবিহীন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭ হাজারে। শিক্ষামন্ত্রী স্বয়ং জানিয়েছেন, এমপিও পাওয়ার উপযোগী বৈধ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৭ হাজার। যারা উপযুক্ত কিন্তু পায়নি, সেগুলোকে পরবর্তীতে দেয়া হবে। ৬ মে তালিকা প্রকাশের পর শিক্ষামন্ত্রীর এই আশ্বাস কাজে আসেনি। বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ হয়। অসন্তোষের মুখে ওই তালিকা স্থগিত করে নতুন তালিকা করা হয় শিক্ষা উপদেষ্টার নেতৃত্বে। কিন্তু সেই অসন্তোষ রয়েই গেল। সূত্র জানায়, স্থানীয় পর্যায়ে এমপিরাও হয়েছেন চাপের মুখে। যে কারণে তাদের অগ্রাধিকার তালিকা থেকে ২/৩টি করে দিয়েও সরকার রেহাই পাচ্ছে না। অভিযোগ আর অসন্তোষ বাড়ছেই। প্রসঙ্গত, এই খাতে সরকার চলতি অর্থবছরের জন্য ১১২ কোটি ৪৫ লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। শিক্ষা খাতে সরকার যি বছর যে বরাদ্দ দেয় তার সিংহভাগই এই এমপিও প্রদানে ব্যয় হয়। সরকার বর্তমানে বেসরকারি শিক্ষকদের শতভাগ বেতন দিচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, দেশে প্রয়োজনের তুলনায় সাড়ে ৩ হাজার বেশি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যার বেশিরভাগই রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানকে এমপিও দেয়ার নামে সরকারি অর্থ প্রতারণার অপচয় হয় বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন।

সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য : সার্বিক ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সঙ্গে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় যোগাযোগ করা হয়। তিনি বলেন, এমপিরা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। অভিযোগ জানাচ্ছেন। এর বেশি কিছু বলতে তিনি রাজি হননি। অন্যদিকে শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক আলাউদ্দিন আহমেদ হাসপাতালে অসুস্থ। তার সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি। তবে তার দফতরের এই কর্মকর্তা জানান, তালিকা এমপিদের ছিও অনুযায়ীই করা হয়েছে। যারা অভিযোগ করছেন, তাদের অভিযোগ সঠিক নয়।